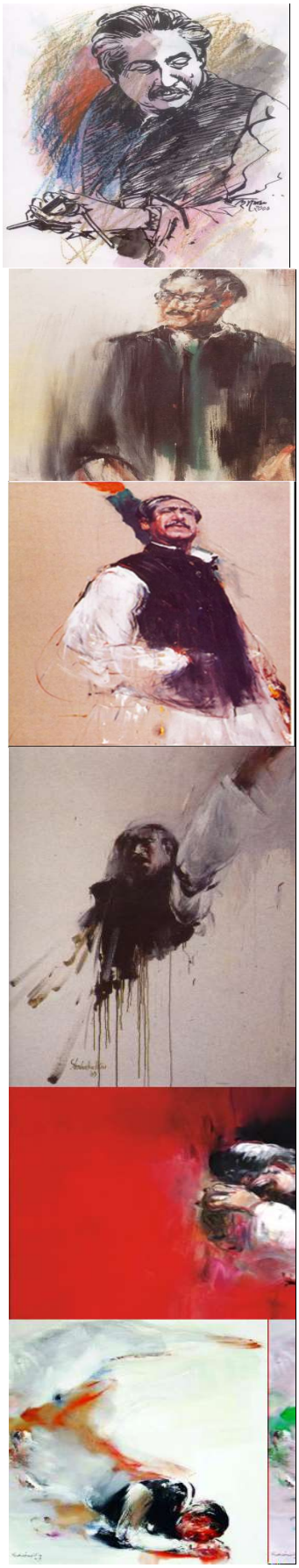

তোমরা আমারে আবার খুন করলা!

কাইউম পারভেজ

তোমরা আমারে আবার খুন করলা!
আমার মানুষ – যাদের জন্য আমি জীবন দিছিলাম
স্বপরিবারে। সেই তোমরা আবার আমারে খুন করলা!
আমার মানুষ - যাদেরে আমি একটা দ্যাশ দিছিলাম
দিছিলাম স্বাধীনতা – দিছিলাম ঝিলের বুকে শাপলা আর
ডালে বসা দোয়েল – তোমরা তাগোরেও খুন করলা!

স্বাধীনতার সূতিকাগার বত্রিশ নম্বররেও তোমরা
দুই দুইবার খুন করলা। পঁচাত্তরে আর এই চব্বিশে।
আমি দেশটা স্বাধীন করছিলাম বইলাই তোমরা
স্বাধীনভাবে এই সব সাধন করতে পারলা।
নইলে আজো সেই বুটের নিষ্পেষনে খাকী আবরণে
সজল নয়নে গাইতা পাকসারজামিনশাদবাদ।
সারা বাংলা থাইক্কা আমারে হাতুড়ী শাবলে
নিশ্চিহ্ন কইরা দিলা তোমাদের সকল ক্রোধ - ঘৃণা দিয়া।

প্রিয় – অপ্রিয় শাসক যাইবো শাসক আইবো
জাতির জনক তো সেই একই থাকবো – ঠিক কিনা?
জাতির জনক কী কারো একার? মনে প্রাণে বাঙালির
জনক সে। গোলকে বাঙালির জন্য একটা স্থান
আঁইকা দিছিলাম লাল সবুজ দিয়া -ঠিক কিনা?
তেল জল সব এক কইরা ফেললা?
স্বাধীনতার পক্ষের আর বিপক্ষেরে আইজো চিনলা না?
তিপ্পান্নটা বছর পার হইয়া গেল। ইতিহাস কী পড়ো নাই?
তোমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনের মানুষটারে একটু
খেয়াল কইরা দ্যাখো তো তারে চেনো কিনা?
মগজ ধোলাইয়ের পর সে আমার জয় বাংলা হাঁকে
আসল সময়ে নারায়ে তাকবীর বইলা
সব জ্বালায়া পোড়ায়া দেয়। রগ কাটে – গুলি করে।
সে আমার মূর্তি ভাঙ্গে, মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি ভাঙ্গে, জয়নুলের
মূর্তি ভাঙ্গে, মুজিব নগরের মূর্তি ভাঙ্গে
শ্বাসত বাংলার চিত্র ভাঙ্গে – তোমাদের মন ভাঙ্গে
আমার মন ভাঙ্গে।

আমি অভিশাপ দেই সেই তাগোরে –
যারা এই বাংলারে মানতে পারে নাই বংশ পরাম্পরায়
তারা একদিন নিশ্চিহ্ন হইবো।
তারা নিশ্চিহ্ন হইবো যদি তোমরা সবতে এক থাকো
সেই একাত্তরের মতন।
তারা নিশ্চিহ্ন হইবো যদি তোমরা সবতে
সত্য ইতিহাসটা জানাইয়া দ্যাও –
একাত্তরে অগো ইতিহাসটা জানাইয়া দ্যাও
আমি আছি তোমাগো সঙ্গে
বলো সবে – জয় বাংলা - জয় বাংলা – বাংলার জয় হোক।